بسم اللہ الرحمن الرحیم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ মে, ২০১৯ মোতাবেক ৩১ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(সূরা আল্ জুমুআ: ১০-১২)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, “হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে যখন জুমুআর দিনে নামাযের জন্য অর্থাৎ জুমুআর জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের উদ্দেশ্যে দ্রুত এসো এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা কিছুটাও জ্ঞান রাখতে তাহলে এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর আর আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও। আর যখন তারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদের বিষয় দেখতে পায় তখন তারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে তার দিকে ছুটে যায়। তুমি বল, আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা আমোদ-প্রমোদ বরং ব্যবসা-বাণিজ্য হতেও উত্তম। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা।”

আজ এই রমজানের শেষ জুমুআ। অনেক মানুষ বিশেষ মনোযোগের সাথে জুমুআর নামাযে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করে–যেমনটি কিনা সচরাচর মানুষের প্রবণতা। ঘটনাক্রমে আজকাল অধিকাংশ স্কুল ছুটি। এদিক থেকেও উপস্থিতি ভালো দেখা যাচ্ছে। (রমজানের শেষ জুমুআয়) সচরাচর তা-ই দেখা যায়। আমি সূরা জুমুআর শেষ রুকুর কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এতে আল্লাহ্ তা’লা জুমুআর গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। অতএব জুমুআর নামাযে উপস্থিত হওয়া আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা’লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, জুমুআর নামাযের জন্য আহ্বান করা হলে কোনরূপ আলস্য দেখাবে না বরং তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দাও আর জুমুআর নামাযের জন্য উপস্থিত হয়ে যাও, তা তোমাদের যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন। যখন জমজমাট ব্যবসার সময় হয়ে থাকে, সেই সময় জাগতিক কাজকর্ম এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ একজন ব্যবসায়ীর জন্য লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি টাকা ক্ষতির কারণ হতে পারে, (এমনটি হলেও) এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না আর পার্থিব লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জুমুআর নামাযের জন্য উপস্থিত হও, কেননা এই জুমুআর নামাযে উপস্থিতি এবং জামে মসজিদে গিয়ে জুমুআর নামায পড়া, ইমামের খুতবা শোনা তোমাদের জন্য তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও জাগতিক কাজকর্মের চেয়ে সহস্র বরং লক্ষ গুণ শ্রেয়। কিন্তু এই সচেতনতা কেবল তারই থাকতে পারে যে এর সঠিক জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রাখে। আল্লাহ্ তা’লা বলেন, সত্যিকার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী নিশ্চয় এসব ব্যবসাবাণিজ্য এবং কাজকর্মকে গৌণ

জ্ঞান করবে। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলে দিয়েছেন যে, জুমুআর নামাযের পর তোমরা স্বাধীন। যাও এবং সানন্দে নিজেদের কাজকর্মে এবং ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জাগতিক কাজকর্মেও বরকত দান করবেন। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নিজেদের ইবাদতকে শুধুমাত্র জুমুআ পর্যন্তই সীমিত রাখবে না বরং খোদা তা'লা যেন সদা তোমাদের স্মৃতিপটে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের প্রতি মনোযোগী থাক তাহলে তোমাদের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক ও ধর্মীয়, সাফল্য পূর্বের চেয়ে অধিক লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লার যিকরকারী যখন আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ রাখে তখন একথাও স্মরণ রাখে যে, জুমুআর নামাযের পর আমাদেরকে আসরের নামাযও পড়তে হবে, কেননা এটিও ফরযের অন্তর্ভুক্ত। মাগরিবের নামাযও পড়তে হবে, এশার নামাযও পড়তে হবে, কেননা এসব নামাযও আবশ্যিক। জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য অথবা অন্যান্য নিয়ামত আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার যিকর এবং তাঁর ইবাদতের ওপরই সফলতা নির্ভর করে। নিয়মিত জুমুআ পড়া এবং আল্লাহ্ তা'লার যিকর ও তাঁর ইবাদত যথাযথরূপে করার চেষ্টা শুধুমাত্র রমজান (মাসের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং যেমনটি এসব আয়াত থেকেও সুস্পষ্ট, সব জুমুআ সম্পর্কেই এটি একটি সার্বজনীন নির্দেশ। এটি সার্বজনীন নির্দেশ হওয়ার পাশাপাশি একটি বিশেষ নির্দেশও বটে। একস্থানে জুমুআর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

জুমুআর দিন তো মূলত ঈদের দিন। আর এই ঈদ অন্যান্য ঈদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কীভাবে শ্রেষ্ঠ -এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এই ঈদের জন্য সূরা জুমুআ রয়েছে। অর্থাৎ সূরা জুমুআয় বিশেষভাবে জুমুআর নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এরপর তিনি (রা.) জুমুআর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) এবং একজন ইহুদীর একটি সংলাপের উল্লেখ করেন। যখন اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (সূরা আল্ মায়েদা: ০৪) অর্থাৎ আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম- আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন একজন ইহুদী বলে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতে পারতে অথবা আমাদের প্রতি যদি এই আয়াত অবতীর্ণ হতো তাহলে আমরা এদিন ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন হযরত উমর (রা.) উত্তর দেন যে, জুমুআ ঈদ-ই তো, কেননা এই আয়াত জুমুআর দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কিন্তু অনেক মানুষ এই ঈদ সম্পর্কে অনবহিত যা আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সপ্তাহে উদযাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ধর্ম পরিপূর্ণ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিয়ামতরাজিকে সম্পূর্ণ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। (অথচ) এই দিনকে ততটা গুরুত্ব প্রদান করা হয় না আর মানুষ মনে করে যে, রমজানের শেষ জুমুআতে বিশেষ মনোযোগের সাথে উপস্থিত হয়ে আমরা সব জুমুআর সওয়াব নিয়ে নেবো। কাজেই, পরম যত্নের সাথে আমাদেরকে নিজেদের জুমুআর রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। যেভাবে রমজানের শেষ জুমুআকে গুরুত্ব দেওয়া হয় অনুরূপভাবে পুরো বছরের জুমুআকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের, যদি সে সত্যিকার মু'মিন হয় (তাহলে), এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, কিন্তু বাস্তবে যা হয় তাহলো, অনেকেই এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য এবং পার্থিব ক্রীড়াকৌতুকের কারণে নিজেদের জুমুআকে নষ্ট করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা আছে তা পার্থিব সামগ্রী, ধনসম্পদ আর আমোদ-প্রমোদ থেকে অনেক উত্তম, আর আল্লাহ্

তা'লাই তোমাদেরকে রিযক প্রদান করেন। অতএব, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মনোযোগ দেয়ার বিষয়, বিশেষভাবে আমরা যারা এ যুগের ইমামকে মেনেছি, আমাদের এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, সত্যিকার মু'মিন তো আহমদীরাই যারা যুগ ইমামকে মেনেছে। অতএব এই মানা বা ঈমান আনা একটি দায়িত্ব অর্পণ করে, অর্থাৎ নিজেদের আমল বা কর্মও আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা সম্মত করুন আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করুন। জাগতিক কামনা-বাসনা যেন আমাদের কাছে অগ্রগণ্য না হয় বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা একথা ভুলে যান যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেন মেনেছি। তিনি খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য এসেছিলেন। তিনি এজন্য এসেছিলেন যে, সকল অগ্রগণ্য বিষয়ের চেয়ে অধিক এবং বড় অগ্রগণ্য বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর ভালোবাসা লাভ করা। এমন যেন না হয় যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছেও তখন যাব, অর্থাৎ নামায তখন পড়ব, দোয়ার প্রতি তখন মনোযোগ নিবদ্ধ হবে যখন আমাদের জাগতিক চাহিদা পূরণ হয় না, আর আমরা সেসব চাহিদা পূরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হব। আমাদের এটিই জানা থাকবে না যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং তা অর্জন করার গুরুত্ব কী আর আমরা নিজেদের কামনা-বাসনা এবং জাগতিক চাহিদাকেই গুরুত্ব দিব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি যে, এটি এক উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা কল্যাণমণ্ডিত যারা এ থেকে লাভবান হয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্কবন্ধন রচনা করেছ, এ কথায় আদৌ গর্ববোধ করো না যে, তোমাদের যা কিছু পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছ। এটি সত্য কথা যে, তোমরা অস্বীকারকারীদের তুলনায় সৌভাগ্যের অধিক নিকটতর, অর্থাৎ (তাদের তুলনায়) যারা নিজেদের চরম অস্বীকার এবং অপমানের মাধ্যমে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আর যারা অস্বীকারকারী তাদের তুলনায় তোমরা সৌভাগ্যের নিকটবর্তী হয়েছ। তিনি বলেন, তোমরা সুধারণা পোষণ করে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার চিন্তা করেছ, কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তোমরা সেই ঝর্ণাধারার নিকটে এসে পৌঁছেছ যা খোদা তা'লা এখন স্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে হ্যাঁ পানি পান করা এখনও বাকি আছে। অতএব খোদা তা'লার কৃপা এবং দয়ার মাধ্যমে তৌফিক যাচনা কর যেন তিনি তোমাদের তৃপ্ত করেন, পানি পান করান আর এতটা পান করান যেন তোমরা পরিতৃপ্ত হয়ে যাও, কেননা খোদা তা'লাকে বাদ দিয়ে কিছুই হতে পারে না। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই ঝর্ণাধারা থেকে যে পান করবে সে ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি প্রাণপদ এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে আর শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখে। এই ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার পদ্ধতি কী? তা হলো, খোদা তা'লা তোমাদের ওপর যে দু'টি দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সেগুলো পালন কর এবং পূর্ণরূপে পালন কর। সেগুলোর একটি হলো আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আর দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টির প্রাপ্য।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, নিজেদের কর্মকে খোদা তা'লার শিক্ষাসম্মত কর আর আমাকে মানার পর নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত কর এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের মানও উন্নত কর। যদি তা না হয় তাহলে সেভাবে আল্লাহ্

তা'লার কৃপাবারি অর্জনকারী হতে পারবে না যা করা উচিত। সেই ঝর্ণাধারা থেকে পান করার জন্য আমাদের নিজেদের চাওয়াপাওয়া সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এক স্থানে বলেন, আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাক্য -এই ঝর্ণাধারা থেকে পান করা এখনও বাকি আছে, এই বাক্যের সম্বোধিত ব্যক্তি আমি নই তো? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর মর্যাদা আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে অনেক সম্মানজনক স্থান প্রদান করেছেন। যদি তিনি এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত থাকেন তাহলে আমাদের কতটা এবং কত গভীরভাবে সেই ঝর্ণাধারা থেকে পানি পান করা ও বয়আতের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত এবং এর জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত!

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা আবশ্যক। এই বিষয়কে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করেছি যেখানে কিনা আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতকেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭)। অর্থাৎ আমি জিন্ন এবং মানবকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি এটি বলেননি যে, রমজানের শেষ জুমুআ পড়ে তোমরা আমার নির্দেশ পালন করে নিয়েছ, আর আমার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে ফেলেছ। বরং তিনি বলেছেন, এটি এক স্থায়ী আমল যা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের পালন করতে হবে। অতএব বছরের একটি জুমুআকেই যথেষ্ট মনে করো না, বরং প্রতিটি জুমুআই গুরুত্বপূর্ণ। আর জুমুআ পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, তোমরা জুমুআ পড়ে আমার অধিকার প্রদানকারী হয়ে গেছ বা নামায পড়ার মাধ্যমে আমার অধিকার প্রদানকারী হয়ে গেছ আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কোন উপকার হয়েছে অথবা আল্লাহ্ তা'লার আমাদের নামায, আমাদের জুমুআ, আমাদের যিকরে ইলাহীর প্রয়োজন ছিল। বরং তিনি বলেছেন, যখন তোমরা জুমুআয় আস, নামায পড়, খুতবা শুন আর এর মাঝে যিকরে ইলাহী কর, এই সময়ে এমন একটি ক্ষণ আসে যাতে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার কাছে যে দোয়া করে আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে হারাম ছাড়া মানুষ যা-ই যাচনা করে আল্লাহ্ তা'লা যদি সেই ব্যক্তিকে সেই ক্ষণ দান করেন তাহলে তিনি সেই দোয়া গ্রহণ করেন। এখন সেই ক্ষণ, সেই সময়, সেই মুহূর্ত কোন বিশেষ জুমুআর সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং সকল জুমুআর জন্য।

এরপর এক স্থানে মহানবী (সা.) জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তার জন্য জুমুআর দিনে জুমুআ পড়া আবশ্যক করা হয়েছে, তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, শিশু এবং দাস ব্যতিরেকে, কেননা তারা সবাই বাধ্য, তাদের কতিপয় বাধ্যবাধকতা থাকে। এরপর বলেন, যে ব্যক্তি ক্রীড়াকৌতুক এবং ব্যবসার জন্য জুমুআর ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তা'লাও তার সাথে ভ্রুক্ষেপহীন আচরণ করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'লার তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, বরং তিনি তো পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কৃত করা এক মু'মিনের কাছে এ দাবি রাখে যে, তাঁর প্রশংসা যেন করা হয়। পুনরায় তিনি এটিও বলেছেন যে, জুমুআর দিন পুণ্যের প্রতিদান বেশ

কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের চেয়ে বড় পুণ্য আর কী হতে পারে? সুতরাং এক মু'মিন যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশ মেনে চলে, সে অনেক বড় পুণ্যকর্ম করে। সেসব নির্দেশের মাঝে একটি হলো জুমুআর জন্য আসা, নামায ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা। এছাড়া খোদা তা'লা একজন মু'মিনকে কতবেশি পুণ্যে ধন্য করবেন? সেই মু'মিনকে যে পুণ্য ও ইবাদতসমূহ আর জুমুআয় যোগদান শুধু এজন্য করে যে, আমাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। কোন জাগতিক কামনা-বাসনা তার কাছে অগ্রগণ্য হবে না। বিনা কারণে জুমুআ না পড়া সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর সতর্কবাণীও রয়েছে অর্থাৎ বিনা কারণে যে ব্যক্তি জুমুআ ছেড়ে দেয় আমল নামায় তাকে মুনাফিক লিখা হবে। পুনরায় তিনি বলেন, আলস্যবশত যে ব্যক্তি লাগাতার তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেয় আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। সুতরাং এটি বড় ভয়ের বিষয়, কেননা মোহর লেগে গেলে পুণ্য কর্ম করার সুযোগও কমে যায় আর অনিহার সাথে নামায ও জুমুআয় আসা কপটতা সৃষ্টি করে। সুতরাং বড়ই উদ্বেগের বিষয় আর গভীর মনোযোগের প্রয়োজন। একবার তিনি বলেন, জুমুআর জন্য এসো, এক ব্যক্তি জুমুআ থেকে পিছিয়ে থাকতে থাকতে জান্নাত থেকে পিছিয়ে পড়ে, অথচ সে জান্নাত লাভের যোগ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ সে অনেক পুণ্যকর্ম করে যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু পিছনে থাকার কারণে জান্নাত থেকে পিছনে থেকে যায়। বহু জায়গায় মহানবী (সা.) জুমুআয় যোগদানের নসীহত করেছেন, বরং বিনা কারণে যারা যোগদান করে না তাদের সতর্কও করেছেন। কোথাও একবারও তিনি এটি বলেন নি যে, রমজানের শেষ জুমুআ পড়, এর কল্যাণে তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। হ্যাঁ আমরা একটি বিষয় অবশ্যই দেখি আর এখনই তাঁর এক নির্দেশে দেখলাম, তিনি বলেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়াকৌতুক ও জাগতিক কাজকর্মের কারণে যারা জুমুআ ছেড়ে দেয় এরূপ জুমুআ আদায়ের বিষয়ে উদাসীনদের সাথে আল্লাহ্ তা'লাও ভ্রুক্ষেপহীন। আর কেবল জুমুআর মাঝেই বিষয় সীমাবদ্ধ নয় বরং মহানবী (সা.) মু'মিনের পরিচয় এটি দিয়েছেন আর প্রকৃত অর্থে ইবাদতকারী তাকে আখ্যা দিয়েছেন যে এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষায় থাকে আর এক জুমুআর পর পরবর্তী জুমুআ সম্পর্কে চিন্তা করে বা পরবর্তী জুমুআর অপেক্ষায় থাকে আর এক রমজানের পর দ্বিতীয় রমজানের কথা ভাবে বা পরবর্তী রমজানের অপেক্ষায় থাকে, জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জুমুআ ও নামাযকে নষ্ট করা তো দূরের কথা। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ইবাদত সম্পর্কে ভাবতে হবে, কোন্ বিষয়কে অগ্রগণ্য করবো সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'লাকে পাওয়ার জন্য এক (আন্তরিক) চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য এই মর্যাদাটির জ্ঞান অর্জিত হওয়া আবশ্যক। শুধু মুখের কথায় তা অর্জিত হয়ে যায় না। কিন্তু আমরা যদি চিন্তা-প্রণিধান করি তাহলে আমরা দেখব যে, আমাদের কর্ম আল্লাহ তা'লার আসল মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্বকে প্রকাশ করে না। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা এমন নয় যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, আমরা তাঁকে সত্যিই জানি। বরং আমাদের দোয়াগুলোও আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে হয়ে থাকে। যদি খোদাকে পাওয়ার জন্য হয়ে থাকে তাহলে এগুলোতে এক অবিচলতা বা ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কথা। আমাদের হৃদয় কেবল জুমুআর জন্য নয় বরং পাঁচ বেলার নামাযের জন্যও মসজিদে আটকে থাকার কথা। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি, সত্যিকার অর্থে আমরা তাঁর সম্পর্কে অবগত-অবহিত নই। আমরা ক্ষণভঙ্গুর ও সাময়িক বিষয়াদিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে

থাকি। স্থায়ী ও বড় এবং চিরস্থায়ী স্বার্থকে গৌণ বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে থাকি। নামায ও জুমুআ পরিত্যাগ করি আর নিজেদের ক্ষণস্থায়ী জাগতিক স্বার্থের জন্য বলে বসি, পরে খোদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেই দিবেন! কি যায় আসে; এই জাগতিক কাজতো করে নাও। একজন ব্যবসায়ী বলে, কোথাও এ গ্রাহক না হাতছাড়া হয়ে যায়। জানি না এমন গ্রাহক আবার আসবে কি-না। নিজের কাজের জন্য কোন কর্মকর্তার কাছে গেলে (তখন ভাবে যে,) কর্মকর্তাকে তার প্রসন্নাবস্থায় যদি সন্তুষ্ট না করি বরং তাকে বলি যে, আমার নামাযের সময় হয়ে গেছে, জুমুআর সময় হয়ে গেছে, আমি নামায পড়তে যাচ্ছি বা জুমুআ পড়তে যাচ্ছি; তাহলে কোথাও সে কর্মকর্তা অসন্তুষ্ট না হয়ে যায় আর সেই লাভ হতে বঞ্চিত না হয়ে যাই! যদি এ ধারণা মাথায় জাগ্রত হয় তাহলে চাওয়াপাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাগতিক চাওয়াপাওয়া খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য হচ্ছে। একইভাবে আরো অনেক কামনা-বাসনা রয়েছে যা খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌণ বিষয় গণ্য হওয়ার পরিবর্তে মূখ্য চাওয়াপাওয়ায় রূপ নেয়। আল্লাহ তা'লা পেছনে চলে যান আর জাগতিক কামনাবাসনা ওপরে এসে যায়। তখন আমরা ভুলে যাই যে, যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে বসি আর তার নির্দেশাবলীকে জাগতিক কামনাবাসনার পেছনে ঠেলে দেই তাহলে আল্লাহ তা'লাও এমন উদাসীনদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন-যেমনটি কিনা মহানবী (সা.) বলেছেন অর্থাৎ জান্নাতের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই ঔদাসীন্যের কারণে এমন মানুষ জান্নাত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। সুতরাং একজন মু'মিনের কাজ হলো একথা সবসময় সামনে রাখা যে, আমার কাজ ও ব্যবসা খোদার কৃপাতেই আশিসময় হতে পারে। কাজের অগ্রগতি যেখানে আল্লাহ তা'লার কৃপাতেই হয়ে থাকে তাই আমি প্রথমে খোদার প্রাপ্য দেয়ার চেষ্টা কেন করব না? সুতরাং এ নীতি সবার বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এ বিষয়টি যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের মসজিদগুলো রমজান ছাড়াও পাঁচ বেলার নামাযে নামাযীতে পূর্ণ থাকবে এবং জুমুআর নামাযেও পরিপূর্ণ থাকবে, বরং ছোট হয়ে যাবে আর এটাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে খোদার নিকটবর্তী করার জন্য এসেছিলেন। এছাড়া আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্যও হলো আমরা যেন নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করি, তাঁর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাঁর সত্যিকার বান্দা হয়ে যাই। আমাদের নামায, জুমুআ, রোযা এবং আমাদের ঈদ যেন খোদা তা'লার নৈকট্য এবং তাঁকে লাভ করার জন্য হয়। প্রতি বছর রমজানও আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি এ মাসে বিশেষ মনোযোগের সাথে নিজের পুণ্যকর্ম ও ইবাদতের মান উন্নত করবে এবং এরপর এতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর পরবর্তী রমজানে এর চেয়ে উন্নত স্তর ও ধাপ (অতিক্রম করবে)। এমন যেন না হয় যে, পুনরায় সেখানেই ফিরে যাবে। অর্থাৎ রমজানের পর আবার পূর্ববর্তী অবস্থাই আমাদের ওপর বিরাজমান থাকবে- এমনটি যেন না হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এটিই বলেছেন যে, আমাদের আজ যদি গতকাল থেকে ভালো না হয় তবে আমরা সত্যিকার মু'মিন নই। অতএব আজ আমরা জুমুআকে বিদায় জানানোর জন্য একত্রিত হই নি বরং নিজেদের পুণ্যকর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় অগ্রগামী পদক্ষেপকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং তাঁর জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি। আজ আমাদের এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমরা এখন খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করব, ইনশাআল্লাহ্। এই অঙ্গীকার ও দোয়া তখনই কার্যকর হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হবে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান

থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সত্যিকার অর্থেই সকল শক্তির অধিপতি, আধার ও সকল কাজের সর্বোত্তম পরিণতিতে পর্যবসিত করা মাধ্যম জ্ঞান করা হবে। কিন্তু যদি খেলা-তামাশা এবং জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য আল্লাহ্ তা'লার চেয়েও অধিক হয় তাহলে তার অবস্থা সেসব শিশু-কিশোরের মতো যারা হীরার মূল্যায়ন করে না। তারা যদি কোথাও হীরা পেয়েও যায় তাহলে তারা এটিকে কাচের টুকরোই মনে করে এবং শিশু-কিশোরদের মারবেল খেলার ন্যায় যেখানে একটি মারবেল অপরটির ওপর মারা হয় আর এভাবে যার কাছে বেশি মারবেল থাকে সে-ই বিজয়ী হয়- এই খেলার মতো তারা সেসব হীরা দিয়েও খেলা আরম্ভ করে দিবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সম্ভবত হজ্জ যাত্রার সময় যখন আমি বোম্বেতে জাহাজের অপেক্ষায় ছিলাম, সেযুগে সামুদ্রিক জাহাজে সফর করা হতো, তিনি বলেন, এক বন্ধু আমাকে বলেন, কিছুদিন পূর্বে জনৈক জহুরী বাজার অতিক্রম করছিল। তার হীরা পড়ে যায়। সম্ভবত একশত পাঁচটি হীরা ছিল। কিছু ছোট আর কিছু ছিল বড়। সে পুলিশের সদর দপ্তরে অবগত করে, যারা পরবর্তীতে সকল থানা পর্যায়ের পুলিশকে জানিয়ে দেয় যে, এ বিষয়ে যেন দৃষ্টি রাখা এবং অনুসন্ধান করা হয়। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি হীরা নিয়ে পুলিশ স্টেশনে আসে এবং বলে যে, আমি কতিপয় শিশুকে এগুলো দিয়ে খেলতে দেখেছি। আমি যখন এক শিশুকে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে বলল, আমি তো কাচের মারবেল মনে করেছি, কাগজে মোড়ানো অবস্থায় পেয়েছিলাম। যাহোক সে এটি পড়ে থাকতে দেখে এবং মারবেল ধরে নেয় আর খেলা আরম্ভ করে যেভাবে সচরাচর বাচ্চারা খেলে থাকে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, অবশিষ্ট মারবেলগুলো কোথায়? তখন সে বলে, মহল্লার অন্যান্য শিশু-কিশোরদের মাঝে আমি সেগুলো বণ্টন করে দিয়েছি অথচ তা কয়েক লক্ষ টাকার হীরা ছিল। কিন্তু এই শিশু-কিশোরদের কাছে এর মূল্যই বা কী? তারা এগুলোকে মারবেলের মতো দেখতে পেয়েছে আর খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যদি তার পিতা এগুলো পেতো তাহলে হয়ত লুকিয়ে ফেলতো বা হয়ত শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে গিয়ে এগুলো বিক্রি করে দিতো। কিন্তু এক বালকের দৃষ্টিতে এর কোন মূল্যই ছিল না। সে এগুলোকে কাচের মারবেল মনে করে অন্যান্য বাচ্চাদের মাঝে বণ্টন করে যাচ্ছিল। সে যদি মিষ্টি লাড্ডু পেতো তাহলেও সে এত আনন্দের সাথে তা বণ্টন করতো না যতটা আনন্দে সে এগুলো বণ্টন করেছে। যখন অন্যান্য শিশু-কিশোররা এই হীরাগুলো চাইতো তখন সে বলে থাকবে এসব মারবেল আমার কাছে একশত পাঁচটি আছে। আমি এতগুলো কী করবো, তাই তোমরাও কিছু নিয়ে নাও এবং এভাবেই সে বণ্টন করে থাকবে। কিন্তু সে যদি মিষ্টি লাড্ডু পেতো তাহলে সে কখনো অন্যদেরকে এভাবে দিতো না এবং বলতো, আমি নিজেই খাবো। মোটকথা তার কাছে মিষ্টি লাড্ডুর মূল্য বেশি ছিল এবং তা বেশি কাজের বা মূল্যবান জিনিস ছিল আর কাচের মারবেলের তার কাছে ততটা গুরুত্ব ছিল না। অনুরূপভাবে তিনি (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল, তার খাবার একেবারে শেষ হয়ে যায় এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় সে অস্থির হয়ে যায়, বাঁচার কোন উপায়ই চোখে পড়ছিল না। সে পথিমধ্যে একটি থলে পড়ে থাকতে দেখলো। সে অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই ভেবে তা উঠিয়ে নেয় যে, হয়ত এতে ভাজা শস্য থাকবে অথবা খাওয়ার কোন কিছু থাকবে, সে ব্যাকুল হয়ে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে আর চাকু দিয়ে তা খুলে দেখতে পায় যে, এগুলো তো মুক্তো এবং অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে তা ফেলে দেয়। তখন তার কাছে সেই মুক্তোর তুলনায় এক মুঠো শস্যদানা বা রুটির

একটি টুকরো অনেক বেশি মূল্যবান ছিল। অতএব কোন জিনিসের মূল্যায়ন তার প্রয়োজন এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অতএব কতক মানুষ তাদের ধ্যানধারণা ও প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্বকে দেখে থাকে। তারা ছোট জিনিসের সন্ধানে বের হয় আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জিনিসকে উপেক্ষা করে। জাগতিক কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমরা এটি প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা এ ধরনের আচরণ করে থাকে আর দোয়াকে প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে অধিকাংশ লোকের মাঝে এটি দেখা যায় আর সঠিক বোধবুদ্ধি না থাকার কারণে বা অজ্ঞতার কারণে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিকে পিছনে ঠেলে দেয় আর কম গুরুত্বের বিষয়াদিকে নিজেদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। দোয়া করাকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা বলার পূর্বে আমিও বলে দিতে চাই যে, আমার কাছেও মানুষ দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, আমরা দোয়া করি আর অত্যন্ত আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করি, কিন্তু দোয়া গ্রহণ হয় না। আমি সব সময় তাদেরকে উত্তর দিয়ে থাকি আর সেই আয়াত অনুযায়ী উত্তর দেই, যার ব্যাখ্যা রমজানের প্রথম খুতবাতেও আমি করেছি, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের অতি নিকটে আর তাদের দোয়া গ্রহণ করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা বাকারা: ১৮৭)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই আয়াতের আলোকে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে دَعْوَةَ الدَّاعِ এর অর্থ সকল দোয়াকারী নয় বরং সেই বিশেষ দোয়াকারীদের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা দিনের বেলায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে, ফরয নামায আদায় করে, যিকরে এলাহী অর্থাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করে, নিজেদের নামায এবং জুমুআর হিফাযত করে আর রাতের বেলায় গভীর ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে। নিঃসন্দেহে الدَّاعِ এর অর্থ সকল দোয়াকারীও হতে পারে কিন্তু এখানে যেহেতু রমজানের প্রেক্ষিতে কথা হচ্ছে, তাই এখানে সেসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য করে থাকে আর একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারীরা তাদের ইবাদতকে শুধু রমজান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং এরপর তাদের ইবাদত বছর জুড়ে চলমান থাকে। তারা পার্থিব কামনা-বাসনার জন্য দোয়া করে না বরং আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা যখন সবকিছুকে ভুলে গিয়ে শুধু আমার নৈকট্য লাভের জন্যই দোয়া করে তখন আমি তাদের সেই দোয়া অবশ্যই শুনে থাকি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) الدَّاعِ এর এই অর্থই করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা আমাকে লাভ করার চেষ্টা করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي (সূরা বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করে যে, আমি কোথায়? অর্থাৎ আমাকে পেতে চায়। তারা খাদ্য চায় না, চাকরি চায় না বা অন্য কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তারা যা চায় তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা কোথায়, আমরা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির, তাই আমি অবশ্যই তাদের সাথে মিলিত হই। তিনি এটি বলেন নি যে, যারা চাকরি বা খাদ্য অথবা অর্থ-সম্পদ বা বিয়ে-শাদির দোয়া করে তাদের দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করি। সাধারণত এটিই দেখা যায় যে, এ জিনিসগুলো যারা চায় তারাও সাময়িক ইবাদতকারী হয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ ইবাদতে এবং নামাযে আর দোয়ায় মনোযোগ দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত

তাদের কার্য সমাধা না হয়। তাদের বিগলিত চিত্তের অবস্থা সাময়িক। অনেকে লিখে থাকে যে, আমরা এভাবে কাকুতিমিনতিসহ দোয়া করেছি, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শোনেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন নি যে, আমি তোমাদের সকল জাগতিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করবো আর দোয়া শুনব। হ্যাঁ, যদি পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার জন্য, তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাকুতিমিনতি করে আমরা দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, আমি অবশ্যই শুনবো, এরপর আমার বন্ধুর প্রিয় হয়ে তার সাথে আমি দাঁড়িয়ে যাবো, তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব, তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

অনেক বিষয় শব্দে প্রকাশ পায় না বরং ইবারত তথা বাক্য-সমষ্টির মাঝে লুক্কায়িত থাকে আর সেই অবস্থাই এখানে রয়েছে। এখানে الدَّاعِ এর অর্থ প্রত্যেক আহ্বানকারী নয় বরং খোদা তা'লাকে আহ্বানকারী আর আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে ছুটে আসে তখন তাদের মাঝে এক ধরনের ব্যাকুলতা ও প্রেম সৃষ্টি হয় আর সে চিৎকার করে বলে, আমার খোদা কোথায়? তখন তাদেরকে বলে দাও যে, আমি আহ্বানকারীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করি না আর অবশ্যই তার দোয়া শুনে থাকি। জাগতিক বিষয়াদির জন্য মানুষ দোয়া করে আর যখন তা কবুল হয় না তখন আল্লাহ তা'লার প্রতি হতাশ-নিরাশ হয়ে যায়, যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। উদাহরণস্বরূপ চাকুরি সন্ধানীকেই নিন, অনেক আবেদনকারী হয়ে থাকে। এক জনের চেয়ে অন্যজন অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হলে সে-ই চাকুরী পাবে। যদি কেউ বলে, আমি তো অনেক কাকুতিমিনতিসহ দোয়া করেছি, কিন্তু অন্য জন হয়ত তার চেয়েও বেশি কাকুতিমিনতি করে দোয়া করে থাকবে এবং এর ফলে হয়ত সে চাকুরি পেয়েছে। একইভাবে জাগতিক অন্যান্য বিষয়াদিও ঠিক এমনই। যেখানে জাগতিক বিষয়াদি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, যেমন চাকরির পদ একটি বা দু'টি হয় অথবা কয়েকটিই হবে, এমনিভাবে জগতের অন্যান্য জিনিসও সসীম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হলেন অসীম, তাঁর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা যদি আল্লাহ্কে আল্লাহর কাছে চাই তাহলে সকলেই তাঁকে পেতে পারে তবে শর্ত হলো, কাকুতিমিনতিও থাকতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের ওপর আমলও করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লা এটিই বলেছেন যে, তোমরাও আমার কথা মানো। আল্লাহ্ তা'লার অতি মহান ও অতি উচ্চ মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়নও করতে হবে। হীরাকে চিনতে হবে, সেটিকে কাচের মার্বেল যেন মনে না করে। এমনটি হলেই আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়া যায় আর যে আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করে, জাগতিক সকল নেয়ামত তার পদতলে এসে যায়। অতএব বান্দার কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'লা সকল আদেশ-নিষেধ মান্য করা। বছরের এক মাসকেই ইবাদতের জন্য যথেষ্ট মনে করে, রমজানের শেষ জুমু'আকেই কেবল দোয়া কবুলিয়তের মাধ্যম যেন জ্ঞান না করে। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর পূর্ণ ভরসা করি আর কখনো আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করি তাহলে আমরা প্রকৃত হেদায়েত লাভকারীদের মাঝে গণ্য হবো যাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তিনি তাদের বন্ধু এবং ওলী হয়ে যান এবং তাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন, এটিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নীত করা, এই রমজানে যে মানে আমরা উপনীত হয়েছি অথবা উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি, নিজেদেরকে যেন আমরা এই মানের নীচে নামতে না

দেই। নিজেদের নামাযের মানও উন্নীত করা অব্যাহত রাখি, নিজেদের জুমু'আর উপস্থিতিও ধরে রাখি, আল্লাহ্ তা'লার অদেশাবলী মান্যকারী হই আর বিশেষভাবে ঐ লোকদের মাঝে গণ্য হবার চেষ্টা যেন সর্বদা অব্যাহত রাখি যারা আল্লাহ্ তা'লাকে তাঁর কাছেই চায়। অর্থাৎ সেই দোয়া করার চেষ্টা যেন থাকে, সর্বদা আমরা যেন দোয়া করতে থাকি যে, আমাদের যেন আল্লাহ্ লাভ হয়। আমাদের নামায, আমাদের ইবাদত যেন আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাৎ লাভের নামায এবং ইবাদত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব মানে উপনীত হবার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)